বেগার ফাউন্ডেশন এর সচিবালয় এবং অন্য এর মাধ্যমে।

বনাম

জাস্টিস কে. এস. পুটাস্বামী (অবসরপ্রাপ্ত) এবং অন্যরা

রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানী) ডায়েরি নং ৪৫৭৭৭, ২০১৮ সালের

ইন (রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৪৯৪ অফ ২০১২)

১১, জানুয়ারী, ২০২১

[এ. এম. খানউইলকর, ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, অশোক ভূষণ, এস. আব্দুল নাজির এবং বি. আর. গাভাল, বিচারপতিগণ]

ভারতীয় সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১১০ – আধার (নির্দিষ্ট আর্থিক ও অন্যান্য ভর্তুকি, সুবিধা ও সেবা প্রদান) আইন, ২০১৬ – বেশ কয়েকটি আবেদনপত্র সুপ্রিম কোর্টের একটি সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা চেয়েছিল, যা পুত্তাস্বামি (আধার-গ জে) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া [২০১৮] ৮ এস সি আর ১: (২০১৯) এস সি সি ১ মামলায় গৃহীত হয়েছিল; এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে আদৌ আধার আইনটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১০ অনুসারে 'টাকা বিল' ছিল কি না, সেই যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় – পূর্বে, পুত্তাস্বামি (আধার-গ জে) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা রায় দিয়েছিলেন যে আধার আইনটি যথাযথভাবে অনুচ্ছেদ ১১০ (১) অনুসারে 'টাকা বিল' হিসেবে প্রত্যায়িত হয়েছিল – সিদ্ধান্ত: (সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুযায়ী) পুত্তাস্বামি (আধার-গ জে) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া [২০১৮] ৮ এস সি আর ১: (২০১৯) ১ এস সি সি ১ রায় ও ২৬.০৯.২০১৮ তারিখের আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য কোনো উপযুক্ত কারণ নেই – আইন পরিবর্তন বা কোনো সমমানের বা বড় বেঞ্চের পরবর্তী সিদ্ধান্ত/রায়কে পুনর্বিবেচনার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না – (সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরোধী: ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়) যদি এই পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলি খারিজ করা হয় এবং রজার মাথেও বনাম সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক লিমিটেড. [২০১৯] ১৬ এস সি আর ১: (২০২০) ৬ এস সি সি ১ মামলায় বৃহত্তর বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের বিশ্লেষণের সাথে একমত না হয়, তাহলে তা শুধু বিচারিক শৃঙ্খলার জন্য নয়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যও গুরুতর প্রভাব ফেলবে – সুতরাং, বর্তমান পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলিকে বৃহত্তর বেঞ্চ রজার মাথিউ মামলায় উত্থাপিত প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত মুলতুবি রাখা উচিত।

ভারতের সংবিধান-অনুচ্ছেদ ১১০-আধার (আর্থিক ও অন্যান্য ভর্তুকি, সুবিধা ও পরিষেবার লক্ষ্যযুক্ত বিতরণ) আইন, ২০১৬

-আদেশঃ ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের মতেঃ লোকসভার অধ্যক্ষের দ্বারা একটি বিলকে 'অর্থ' হিসাবে শংসাপত্র সম্পর্কিত এবং তার থেকে উদ্‌ভূত বিষয়ে পুট্টস্বামীর (আধার-৫জে) সঠিকতা রজার ম্যাথিউয়ের একটি সমন্বিত সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা সন্দেহ করা হয়েছিল-এই পুনর্বিবেচনার আবেদনের বিষয় যে সিদ্ধান্তের সঠিকতা সম্পর্কে অন্য একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, এই পর্যায়ে রায়টি পুনর্বিবেচনার কোনও ভিত্তি নেই বলে ধরে রাখা একটি সাংবিধানিক ত্রুটি।

পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে আদালত

আদেশঃ [এ. এম. খানউইলকার, অশোক ভূষণ, সি. এস. আব্দুল নাজির এবং বি. আর. গাভাই, বিচারপতিগণ]

১. এই আদালতের মতে, তারিখের রায় এবং আদেশের পর্যালোচনার জন্য কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি। এই আদালত দ্রুত যোগ করেছে যে আইনের পরিবর্তন বা কোনও সমন্বিত বা বৃহত্তর বেঞ্চের পরবর্তী সিদ্ধান্ত/রায়কে পর্যালোচনার ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। [প্যারা ৪] [৬৮৪-ডি-ই]

ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতির মত (ভিন্নমত)

২. পুত্তাস্বামি (আধার-৫ জে) মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের দ্বিতীয় প্রশ্নের বিশ্লেষণ, অর্থাৎ আধার আইনটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১০ অনুসারে 'টাকা বিল কি না, রজার মাথিউ মামলায় একটি সমমানের বেঞ্চ দ্বারা সন্দেহপ্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে প্রথম প্রশ্নটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়েছিল। বৃহত্তর বেঞ্চ এখনও গঠন করা হয়নি এবং তারা এখনো এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই পর্যায়ে বর্তমান পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলি খারিজ করা—সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা গৃহীত একটি পদক্ষেপ—বর্তমান মামলার বিষয়গুলির উপর চূড়ান্ততার সিলমোহর বসাবে, বৃহত্তর বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছাড়াই যেসব বিষয়গুলি আমাদের সামনে উঠেছে। লোকসভার স্পিকার কর্তৃক কোনো বিলকে 'টাকা বিল' হিসেবে প্রত্যায়ন সম্পর্কিত এবং সেই থেকে উদ্‌ভূত বিষয়গুলিতে পুত্তাস্বামি (আধার-৫ জে) মামলার সঠিকতা রজার মাথিউ মামলায় সমমানের একটি সংবিধান বেঞ্চ দ্বারা সন্দেহপ্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু অন্য একটি সংবিধান বেঞ্চ এই পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলির মূল বিষয়বস্তু হিসেবে উত্থাপিত সিদ্ধান্তের সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, তাই এই পর্যায়ে কোনো পর্যালোচনার কারণ নেই বলে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা একটি সাংবিধানিক ভুল হবে। বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্ত পুত্তাস্বামি (আধার-৫ জে) মামলায় প্রকাশিত যুক্তির বৈধতার উপর অনস্বীকার্য প্রভাব ফেলবে, যা লোকসভার স্পিকার কর্তৃক প্রত্যায়নের মাধ্যমে উদ্‌ভূত সাংবিধানিক বিষয়গুলির উপর প্রভাব ফেলে। বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পুনঃসংস্কৃতি ব্যর্থ হলে অনুচ্ছেদ ১১০(১) অনুসারে আধার আইনটি 'টাকা বিল' ছিল কিনা, তা একটি সাধারণ একাডেমিক অনুশীলনে পরিণত হবে।

[অনুচ্ছেদ ১১] [৬৯১-ডি-এইচ; ৬৯২-এ]

৩. এমন একটি পরিস্থিতির সঙ্গে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে একটি রায় চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং তার দ্বারা প্রস্তাবিত দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে একটি বৃহত্তর বেঞ্চ দ্বারা অনুমোদিত হয় না। বর্তমান মামলায়, উপরে উল্লিখিত পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি রোজার ম্যাথিউয়ের রায়ের আগে ১৩ নভেম্বর ২০১৯-এ দায়ের করা হয়েছিল। পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি সেই তারিখে বিচারাধীন ছিল যখন রোজার ম্যাথিউয়ের বৃহত্তর বেঞ্চে একটি প্রসঙ্গ দেওয়া হয়েছিল। এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি পূর্বে ২৫ আগস্ট ২০২০-এ বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের সামনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং নিষ্পত্তি করা হয়নি। অতএব, এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি এখনও পর্যন্ত সি-এর বিচারাধীন রয়েছে এবং এর একটি শক্তিশালী কারণ রয়েছে-বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্তের জন্য আদালত তাদের বরখাস্ত করবে না। [অনুচ্ছেদ ১২] [৬৯২-বি-সি]

৪. যদি এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি খারিজ করে দেওয়া হয় এবং রোজার ম্যাথিউয়ের বৃহত্তর বেঞ্চের প্রসঙ্গটি পুট্টস্বামীর (আধার- ৫জে) সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের বিশ্লেষণের সাথে একমত না হয়, তবে এর গুরুতর পরিণতি হবে-কেবল বিচার বিভাগীয় শৃঙ্খলার জন্য নয়, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যেও। সুতরাং, পুনর্বিবেচনার আবেদনের বর্তমান ব্যাচটি রয়ার ম্যাথিউতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত মুলতুবি রাখা উচিত। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৬৯৩-এ-বি]

পুট্টস্বামী (আধার-৫বিচারপতি) বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৯) ১ এস. সি. সি. ১: [২০১৮] ৮ এস. সি. আর. ১; রোজার ম্যাথিউ বনাম সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড (২০২০) ৬ এস. সি. সি. ১: [২০১৯] ১৬ এস. সি. আর. ১-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১৮] ৮ এস. সি. আর. ১ উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ২

[২০১৯] ১৬ এস. সি. আর. ১ উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৬

অন্তর্বর্তী এখতিয়ারঃ পুনঃবিবেচনা পিটিশন (দেওয়ানী) ডায়েরি নং, ৪৫৭৭৭ ২০১৮-এর ।

২০১২ সালের রিট পিটিশন (দেওয়ানি) নং, ৪৯৪-এ এই আদালতের ২৬.০৯.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সাথে

রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৩৯৪৮/২০১৮ ইন রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ২৩১/২০১৬, রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানী) নং ২২/২০১৯ ইন রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ১০১৪/২০১৭, রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৩১/২০১৯ ইন রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ১০৫৮/২০১৭ সঙ্গে ডায়েরি নং ৪৮৩২৬/২০১৮, রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৩৭৭/২০১৯ ইন রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৩৪২/২০১৭ এবং রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৯২৪/২০১৯ ইন রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ৮২৯/২০১৩।

আদালতের নিম্নলিখিত আদেশ এবং রায় প্রদান করা হয়েছিলঃ

আদেশ

১. পুনর্বিবেচনার আবেদন (গুলি) দায়ের করার অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২, বিলম্ব ক্ষমা করা হয়েছে।

৩, খোলা আদালত/পুনর্বিবেচনার আবেদনের (গুলি) ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৪. বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি চূড়ান্ত রায় এবং তারিখের ২৬.০৯.২০১৮ আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। আমরা পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি পাশাপাশি এর সমর্থনে ভিত্তিগুলিও পর্যালোচনা করেছি। আমাদের মতে, ২৬.০৯.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশের পর্যালোচনার জন্য কোনও মামলা করা হয়নি। আমরা যোগ করতে তাড়াহুড়ো করি যে আইনে পরিবর্তন বা কোনও সমন্বয় বা বৃহত্তর বেঞ্চের পরবর্তী সিদ্ধান্ত/রায়কে পর্যালোচনার জন্য ভিত্তি ই হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তদনুসারে পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি খারিজ করা হয়।

৫, ফলস্বরূপ, রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানি) নং. ২২/২০১৯-এ অতিরিক্ত কারণের জন্য অনুরোধ করার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়।

রায়

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

১. আমি বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি খারিজ করার ক্ষেত্রে মহামান্য কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত।

২. পিটিশনগুলির এই ব্যাচটি পুট্টস্বামী (আধার- ৫জে) বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা চেয়েছে। ["পুট্টস্বামী (আধার-৫জে"]। যে বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে সিদ্ধান্তের জন্য আদালতকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিলঃ (i) সংবিধানের ১১০ (৩) অনুচ্ছেদের অধীনে লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত, ১১০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি বিলকে 'অর্থ বিল' হিসাবে প্রত্যয়িত করার জন্য

* দ্রষ্টব্যঃ মাননীয় মিঃ এ. এম. খানউইলকর, এইচ. এম. বিচারপতি অশোক, এইচ. এম. জে আব্দুল নাজির, এইচ. এম. জে বি. আর. গাভাই দ্বারা গৃহীত আদেশ।

১(২০১৯) ১ এস. সি. সি. ১'

২ ''হাউস অফ পিপল 'কে' ইন্টারচেঞ্জযোগ্যভাবে 'লোকসভা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক, অথবা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে; এবং (ii) যদি/সিদ্ধান্ত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সাপেক্ষে হয়, তাহলে আধার (আর্থিক ও অন্যান্য ভর্তুকি, সুবিধা ও পরিষেবার লক্ষ্যযুক্ত বিতরণ) আইন, ২০১৬ ("আধার আইন") সংবিধানের ১১০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে 'মানি বিল' হিসাবে সঠিকভাবে প্রত্যয়িত হয়েছিল কিনা।

৩. প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠরা (ড. বিচারপতি পি. এ. কে সিক্রির মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন) বলেন যে, "এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন-এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পরিস্থিতিতে কোনও বিল 'মানি বিল' কিনা তা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা গ্রহণযোগ্য হবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠরা মনে করেন যে, আধার আইনের ৭ নং ধারায় 'মানি বিল'-এর উপাদান রয়েছে এবং অন্যান্য বিধানগুলি আধার আইনের 'মূল'-এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক। অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠরা মনে করেন যে আধার আইনকে ১১০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে 'মানি বিল' হিসাবে সঠিকভাবে প্রত্যয়িত করা হয়েছে।

৪. বিচারপতি অশোক ভূষণ তাঁর সম্মতিসূচক মতামতের মাধ্যমে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেন এই বলে যে, ১১০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘন করলে তা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে। কার্যপদ্ধতির অনিয়ম এবং মূল অবৈধতার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে বিচারপতি অশোক ভূষণ বলেনঃ

> "৯০১, পদ্ধতির অনিয়ম "এবং" মৌলিক অবৈধতা "বিষয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যখন কোনও বিল ১১০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক শর্ত পূরণ করে না, তখন উক্ত প্রয়োজনীয়তাটি কেবল স্পিকারের শংসাপত্রের মাধ্যমে বাষ্পীভূত বলে বলা যায় না। এই আবেদনটি গ্রহণ করে যে শংসাপত্রটি সাংবিধানিক শর্ত পূরণ না করার ভিত্তিতে বিরোধকে প্রতিরোধ করে, আদালত সাংবিধানিক বিধানগুলিকে উপেক্ষা এবং উপেক্ষা করার অনুমতি দেবে। সুতরাং, আমরা মনে করি যে, বিলটিকে অর্থ বিল হিসাবে প্রত্যয়িত করার জন্য অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত কেবল একটি কার্যপ্রণালীর বিষয় নয় এবং যদি সিদ্ধান্তে কোনও অবৈধতা ঘটে থাকে এবং সিদ্ধান্তটি স্পষ্টভাবে সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘন করে থাকে, তবে সিদ্ধান্তটি বিচারিক পর্যালোচনার বিষয়।
>
> যাইহোক, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে, বিচারপতি ভূষণের একমত মতামত সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত হয় এবং বলে যে আধার আইনটি ১১০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে লোকসভার অধ্যক্ষ দ্বারা 'অর্থ বিল' হিসাবে সঠিকভাবে প্রত্যয়িত হয়েছে।

---

৩ অনুচ্ছেদ আইডি ৪৫৫-৪৬৪

৫, আমার লেখা মতামতটি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেয় এই বলে যেঃ

> **১০৮০**. কোনও বিল অর্থ বিল কিনা তা প্রত্যয়িত করার জন্য লোকসভার অধ্যক্ষের উপর যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে তা ১২২ অনুচ্ছেদের অধীনে বিবেচিত নিছক "পোরোসেডার" বিষয় নয়। এটি একটি সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা, যা ১১০ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পূরণ করতে হবে। যদি এটি ১১০ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত সাংবিধানিক নিয়মের পরিপন্থী হয় তবে ১২২ অনুচ্ছেদে অধ্যক্ষের পদক্ষেপ বাদ দেওয়া হবে না। আদালত তার বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যদি ১ টি সাংবিধানিক দুর্বলতার কারণ হয় তবে অধ্যক্ষের পদক্ষেপের বৈধতা সম্পর্কে রায় দিতে পারে। ১২২ অনুচ্ছেদে বিচারিক পর্যালোচনা থেকে ছাড়ের পরিকল্পনা করা হয়নি, যদি কোনও সাংবিধানিক দুর্বলতা থাকে। সংবিধান ১২২ অনুচ্ছেদের অধীনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করে না। এটি কেবল '২ অর্থাৎ পদ্ধতির অনিয়মের' মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যাইহোক, দ্বিতীয় প্রশ্নের উপর, আমার সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং বিচারপতি অশোক ভূষণের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে এবং রায় দেয় যে লোকসভার অধ্যক্ষের ১১০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে আধার আইনকে "মানি বিল" হিসাবে প্রত্যয়িত করার সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক ছিল।

৬. সংসদের নিম্নকক্ষের স্পিকার কর্তৃক অনুচ্ছেদ ১১০(৩) অনুসারে নেওয়া সিদ্ধান্তের উপর বিচারিক পর্যালোচনা প্রয়োগ করা যায় কি না, সেই প্রশ্নটি পরবর্তীকালে রজার মাথিউ বনাম সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক লিমিটেড ("রজার মাথিউ") মামলায় আরেকটি সংবিধান বেঞ্চের সামনে উত্থাপিত হয়। এটি ছিল সেই প্রসঙ্গে যে, ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, ২০১৭-এর কয়েকটি ধারা (যা ট্রাইব্যুনালে নিয়োগ এবং সদস্যদের সেবার শর্তাবলীর সাথে সম্পর্কিত) অনুচ্ছেদ ১১০ অনুসারে 'টাকা বিল' হিসেবে প্রত্যায়িত করা যেতে পারত কি না।

৭. সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা প্রদত্ত রায় (প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের মাধ্যমে বক্তব্য) পুট্টস্বামী (আধার-৫ জে) মামলার রায় উল্লেখ করে নিম্নলিখিত শর্তে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেঃ

> **১০২**, কে. এস. পুট্টস্বামী (আধার-৫ বিচারপতি) বনাম ভারত সরকার (কে. এস. পুট্টস্বামী (আধার-৫, বিচারপতি) বনাম ভারত সরকার, (২০১৯) ১ এস. সি. সি. ১) মামলায় এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চকে লোকসভার অধ্যক্ষ দ্বারা আধার (আর্থিক ও অন্যান্য ভর্তুকি, সুবিধা ও পরিষেবার লক্ষ্যযুক্ত বিতরণ) আইন, ২০১৬-কে প্রদত্ত "অর্থ বিল"-এর শংসাপত্রের অনুরূপ প্রশ্নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় রাজ্যসভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করার পর, পর্যবেক্ষণ করে যে অনুচ্ছেদ ১১০ একটি ব্যতিক্রমী বিধান হওয়ায়, এটিকে সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত পরীক্ষা করেনি সিদ্ধান্তের যথার্থতা মো. সিদ্দিকী [মো. সাঈদ সিদ্দিকী বনাম ইউপি রাজ্য, (২০১৪) ১১ এস সি সি ৪১৫] এবং যোগেন্দ্র কুমার জয়সওয়াল [যোগেন্দ্র কুমার জয়সওয়াল বনাম বিহার রাজ্য, (২০১৬) ৩ এস সি সি ১৮৩ : (২০১৬) ২ এস সি সি (ফৌজদারি) ১] বা চূড়ান্তভাবে উচ্চারণ করুন বিচারিকভাবে পর্যালোচনা করার জন্য এই আদালতের এখতিয়ার বা ক্ষমতার সুযোগ অনুচ্ছেদ ১১০(৩) এর অধীনে স্পীকার দ্বারা শংসাপত্র, তবুও, এটি স্বাধীনভাবে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অপ্রীতিকর আইনটি ১১০(১) অনুচ্ছেদের চার কোণে পড়েছিল এবং তাই একটি "মানি বিল" ছিল৷ সংখ্যালঘু দৃষ্টিভঙ্গি, যাইহোক, স্পষ্টভাবে উভয় মোহাম্মদকে বাতিল করেছে। সিদ্দিকী [মো. সাঈদ সিদ্দিকী বনাম ইউপি রাজ্য, (২০১৪) ১১ এস সি সি ৪১৫] এবং যোগেন্দ্র কুমার জয়সওয়াল [যোগেন্দ্র কুমার জয়সওয়াল বনাম বিহার রাজ্য, (২০১৬) ৩ এস সি সি ১৮৩ : (২০১৬) ২ এস সি সি (ফৌজদারি) ১]।

১০৩. পুট্টস্বামীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত [কে.এস. পুট্টস্বামী (আধার-৫ জে.) বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০১৯) ১ এস সি সি ১] প্রত্যয়িত আইনটি আসলে ১১০ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি "মানি বিল" ছিল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এই প্রত্যয়নপত্রের প্রত্যয়ন কি না তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কোনো আলোচনা না করেই স্পীকার বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে, অনুচ্ছেদ ১১০(৩) এর অধীনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা অক্ষত রেখেছেন। সেখানে আরও বলা হয়েছিল যে "মানি বিল" অভিব্যক্তিটিকে একটি সীমাবদ্ধ অর্থে বোঝানো যায় না এবং এই বিষয়ে লোকসভার স্পিকারের প্রজ্ঞাকে মূল্যবান করা উচিত, যেখানে এটি সংবিধানের পরিকল্পনার স্পষ্ট লঙ্ঘন করা হয় না। আমরা শ্রদ্ধার সাথে পুত্রস্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করি [কে.এস. পুত্রস্বামী (আধার-৫ জে.) বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (২০১৯) ১ এসসিসি ১] এবং সন্দেহ নেই যে মো. সিদ্দিকী [মো. সাঈদ সিদ্দিকী বনাম ইউ.পি. রাজ্য, (২০১৪) ১১ এস সি সি ৪১৫] এবং যোগেন্দ্র কুমার জয়সওয়াল যোগেন্দ্র কুমার জয়সওয়াল বনাম বিহার রাজ্য, (২০১৬) ৩ এস সি সি ১৮৩: (২০১৬) ২ এস সি সি (ফৌজদারি) ১] যেখানে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পিকারের ধারা ১১০(৩) বিচারের বাইরে পর্যালোচনা, উপর নির্ভর করা যাবে না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

তবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত উল্লেখ করেছে যে পুট্টস্বামী (আধার ৫ জে)-এর উপরের সিদ্ধান্তে প্রথম প্রশ্নের পর্যাপ্ত উত্তর দেওয়া হয়নি। এটি দ্বিতীয় প্রশ্নের নির্ধারণ সম্পর্কে তার সন্দেহও উল্লেখ করেছেঃ

১১৬, বিষয়টির বিস্তৃত পরীক্ষা করার পর, আমরা লক্ষ্য করেছি যে কে এস পুট্টস্বামী (আধার-৫ জে.) [কে এস পুট্টস্বামী (আধার-৫ জে.) বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০১৯) ১ এসসিসি ১]-এর সংখ্যাগরিষ্ঠরা এর প্রকৃতি উচ্চারণ করেছেন প্রথমে অনুচ্ছেদ ১১০(১) এর সুযোগ এবং ব্যাখ্যার জন্য নীতিগুলি বর্ণনা না করেই অভিযুক্ত আইন এই ধরনের প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে কে এস পুট্টস্বামী (আধার-৫ জে.) [কে.এস. পুট্টস্বামী (আধার-৫ জে.) বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০১৯) ১ এস সি সি ১] অনুচ্ছেদ ১১০(১) এ "শুধু" শব্দের প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেননি এবং একটি অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সামান্য নির্দেশনা প্রদান করেন যখন "মানি বিল" হিসাবে পাস করা একটি আইনের কিছু বিধান অনুচ্ছেদ ১১০(১)(ক) থেকে (ছ) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আধার আইনের বিধানগুলির ব্যাখ্যাটি যুক্তিযুক্তভাবে উদার ছিল এবং উল্লিখিত বিধানগুলি ১১০(১)(ক) থেকে (চ) অনুচ্ছেদের সাথে আনুষঙ্গিক হওয়ায় আদালতের সন্তুষ্টি, এটি যুক্তিযুক্ত, বিশ্বাসযোগ্যভাবে যুক্তিযুক্ত নয়, যেমনটি হতে পারে না। আমাদের সাংবিধানিক প্রকল্পের অধীনে পরিকল্পিত দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে মিল রেখে। একটি দৃঢ় এবং চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ না করে, এটি দেখতে হবে যে কে এস পুট্টস্বামী (আধার-৫ জে.) [কে এস পুট্টস্বামী (আধার-৫ জে.) বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০১৯) ১ এস সি সি ১] বিশ্লেষণ করে বর্তমান মামলায় এর প্রয়োগ কঠিন এবং সমন্বয় বেঞ্চের রায়ের মধ্যে একটি সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব উত্থাপন করে।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এবং ব্যাখ্যামূলক নীতির (বা এর অভাব) সুযোগে তৈরি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে, কে.এস. পুত্রস্বামী (আধার-৫ জে.) [কে.এস. পুত্রস্বামী (আধার-৫ জে.) বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (২০১৯) ১ এস সি সি ১] এবং আধার আইন, ২০১৬ এর বিশ্লেষণের উল্লেখযোগ্য পূর্ববর্তী প্রভাব, এর সঠিকতা নির্ধারণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কে.এস-এর মতো সমান শক্তির বেঞ্চ হওয়া। পুত্রস্বামী (আধার-৫ জে.) [কে.এস. পুট্টস্বামী (আধার-৫ জে.) বনাম ভারতের ইউনিয়ন, (২০১৯) ১ এস সি সি ১], আমরা সেই অনুযায়ী নির্দেশ দিচ্ছি যে এই ব্যাচের বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রশাসনিক দিক থেকে ভারতের মাননীয় প্রধান বিচারপতির সামনে রাখা হবে একটি বড় বেঞ্চ দ্বারা।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

ফলস্বরূপ, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত ছিল যে "সংবিধানের ১১০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে সংজ্ঞায়িত অর্থ বিল ইস্যু এবং/প্রশ্ন, এবং অর্থ আইন, ২০১৭-এর ।V অংশের ক্ষেত্রে লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত শংসাপত্র একটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়।"

৮. বিচারপতি দীপক গুপ্ত তাঁর আংশিকভাবে একমত এবং আংশিকভাবে ভিন্নমত পোষণ করে "অর্থ বিল"-এর প্রথম প্রশ্নটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের সঙ্গে একমত হয়েছিলেনঃ

> **৩৬৫**, আমি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, কারণ তিনি বলেছেন যে, সংবিধানের ১১০ (৩) অনুচ্ছেদের অধীনে লোকসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার বাইরে নয়। আমি তাঁর মতামতের সঙ্গেও একমত যে, অধ্যক্ষের উচ্চ পদের কথা মাথায় রেখে এই ধরনের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যদি দুটি মতামত সম্ভব হয়, তবে অধ্যক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই প্রাধান্য পাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অর্থ বিল কী গঠন করে সে সম্পর্কে স্বচ্ছতার অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি মাননীয় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে একমত যে অর্থ আইন, ২০১৭-এর XIV অংশটি অর্থ বিল কিনা বা না, এই বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো যেতে পারে।

একইভাবে, আমার দ্বারা রচিত আরেকটি আংশিকভাবে একমত এবং আংশিকভাবে ভিন্নমত পোষণকারী মতামত এইভাবে গৃহীত হয়েছেঃ

> **৩৪৬**. যদিও বর্তমান রায়টি [আংশিকভাবে সম্মত এবং আংশিকভাবে ভিন্নমতের মতামত উল্লেখ করে] ১১০ (১) অনুচ্ছেদে "শুধুমাত্র" শব্দের পরিধি এবং ১১০ অনুচ্ছেদের (১) ধারার (ক) থেকে (ছ) উপধারার ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ করে এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে, ২০১৭ সালের অর্থ আইনের চতুর্দশ অংশটি বৈধভাবে অর্থ বিল হিসাবে প্রণয়ন করা যেতে পারে না, তবে আমি সেই কারণগুলির সাথে একমত যা ভারতের প্রধান বিচারপতি দ্বারা অর্থ বিলের দিকটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯. ফলস্বরূপ, সংবিধানের ১১০ নং অনুচ্ছেদের অধীনে 'অর্থ বিল' গঠন করার ক্ষেত্রে পুট্টস্বামীর (আধার- ৫জে) রায়ের যথার্থতা, লোকসভার অধ্যক্ষের দ্বারা শংসাপত্রের উপর বিচারিক পর্যালোচনার পরিমাণ এবং ধারণ করার সময় আধার আইনের বিধানগুলির উপর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে,

৩ নং নোটে সুপ্রা অনুচ্ছেদ ২২৩.১ পি

'অর্থ বিল' হিসাবে আইন প্রণয়ন, এমন বিষয় যা একটি বৃহত্তর বেঞ্চ দ্বারা সমাধান করা হবে, যা এখনও গঠিত হয়নি।

১০. পুট্টস্বামী (আধার- ৫জে) মামলার রায়ের সঠিকতাকে বিরোধ করে পুনর্বিবেচনার আবেদনের বর্তমান ব্যাচটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে যুক্তি তুলে ধরে যে আধার আইন ১১০ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি "অর্থ বিল" ছিল কিনা। পুনর্বিবেচনার আবেদনের বিবরণ নীচে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছেঃ

(i) ২০১৮ সালের রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানি) ডায়েরি নম্বর ৪৫৭৭৭-এই পিটিশনটি ২০১৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর দায়ের করা হয়েছিল এবং এর সাবগ্রাউন্ড (ই) পুট্টস্বামীর (আধারএসজে) পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছিল যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত আধার আইনের শংসাপত্রকে 'অর্থ বিল' হিসাবে বহাল রেখেছিল, যা এই ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে যে আধার আইনের ৭ নং ধারাটি তার মূল বিধান (ভিত্তি XXIII-XXX VII)।

(ii) ২০১৮ সালের ৩৯৪৮ নং রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানি) এই পিটিশনটি ২০১৮ সালের ২৩শে অক্টোবর দায়ের করা হয়েছিল এবং অনুচ্ছেদ ১১০ (গ্রাউন্ডস IVII)-এর অর্থের মধ্যে আধার আইনকে 'অর্থ বিল' হিসাবে শংসাপত্র বহাল রাখার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ক্ষেত্রে পুট্টস্বামীর (আধার- ৫জে) পর্যালোচনা চেয়েছে।

(iii) ২০১৯ সালের ২২ নং রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানি)-এই পিটিশনটি ২০১৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর দায়ের করা হয়েছিল এবং আধার আইনকে 'অর্থ বিল' হিসাবে শংসাপত্র বহাল রাখার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত এবং আইনের সাংবিধানিকতার উপর এর পরিণতি (ভিত্তি ১-৬) সম্পর্কিত পুট্টস্বামীর (আধার- ৫জে) পর্যালোচনা চেয়েছে।

(iv) (২০১৯-এর ৩১ নং রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানি)-এই পিটিশনটি ২১ ডিসেম্বর ২০১৮-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের সাথে সম্পর্কিত পুট্টস্বামীর (আধার- ৫জে) পর্যালোচনা চেয়েছিল যে আধার আইনটি কেবল আধার আইনের (গ্রাউন্ডস জিজি-২) ধারা ৭-এর উপর নির্ভর করে লোকসভার অধ্যক্ষ দ্বারা 'মানি বিল' হিসাবে সঠিকভাবে প্রত্যয়িত হয়েছিল।

(v) ২০১৮ সালের ডায়েরি নং ৪৮৩২৬ এই পিটিশনটি ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং সমর্থনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ক্ষেত্রে পুট্টস্বামীর (আধার- ৫জে) পর্যালোচনা চেয়েছে

আধার আইনের একটি "অর্থ বিল" হিসাবে শংসাপত্র, যা রাজসভার (গ্রাউন্ডস ভি-ডাব্লু) সামনে আলোচনার সম্ভাবনাকে সরিয়ে দিয়েছে।

(vi) '২০১৯ সালের ৩৭৭ নং রিভিউ পিটিশন (দেওয়ানি)-এই পিটিশনটি ১০ জানুয়ারী ২০১৯-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ পি মতামতের সাথে সম্পর্কিত পুট্টস্বামীর (আধার- ৫জে) পর্যালোচনা চেয়েছিল যে আধার আইনটি লোকসভায় (গ্রাউন্ড এ) প্রবর্তনের সময়' অর্থ বিল 'হিসাবে প্রত্যয়িত হতে পারে।

(vii) ২০১৯-এর পর্যালোচনা পিটিশন (দেওয়ানি) সংখ্যা ৯২৪ এই পিটিশন ৬৯১টি ১২ই জানুয়ারী ২০১৯-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং সংবিধানের তৃতীয় অংশ (গ্রাউন্ড এ)-এর অধীনে মৌলিক অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন বিধান থাকা সত্ত্বেও ১১০ (১) অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে আধার আইনের শংসাপত্রকে 'অর্থ বিল' হিসাবে বহাল রাখার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ক্ষেত্রে সি পুট্টস্বামী (আধার- ৫জে)-এর পর্যালোচনা চেয়েছে।

১১. দ্বিতীয় প্রশ্ন, অর্থাৎ, ১১০ অনুচ্ছেদের অধীনে আধার আইন একটি 'অর্থ বিল' ছিল কি না, সেই বিষয়ে পুট্টস্বামীর (আধারএসজে) সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের বিশ্লেষণ রোজার ম্যাথিউয়ের একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা সন্দেহ করা হয়েছে, যখন প্রথম প্রশ্নটি একটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়েছিল। বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করা হয়নি, এবং এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। এই পর্যায়ে পুনর্বিবেচনার আবেদনের বর্তমান ব্যাচটি খারিজ করা-সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ-বর্তমান মামলার বিষয়গুলির উপর চূড়ান্ত সীলমোহর স্থাপন করবে, আদালত আমাদের সামনে উত্থাপিত সমস্যাগুলির বৃহত্তর বেঞ্চের বিবেচনার সুবিধা ছাড়াই। লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক ষাঁড়টিকে 'অর্থ বিল' হিসাবে প্রত্যয়িত করা এবং তা থেকে উদ্ভূত বিষয়ে পুট্টস্বামীর (আধার-৫এসজে) সঠিকতা নিয়ে রোজের ম্যাথিউয়ের সমন্বিত সাংবিধানিক বেঞ্চ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এই পুনর্বিবেচনার আবেদনের বিষয় সিদ্ধান্তের সঠিকতা নিয়ে অন্য একটি সাংবিধানিক বেঞ্চের দ্বারা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, এই পর্যায়ে রায়টি পুনর্বিবেচনার কোনও ভিত্তি নেই বলে মনে করা একটি সাংবিধানিক ভুল। বৃহত্তর বেঞ্চের দৃঢ় সংকল্প লোকসভার অধ্যক্ষের শংসাপত্র সম্পর্কিত এবং তার থেকে উদ্ভূত সাংবিধানিক বিষয়গুলির উপর পুট্টস্বামী (আধার-৫জে)-তে প্রকাশিত কারণগুলির বৈধতার উপর অনস্বীকার্য প্রভাব ফেলবে। টি সম্পর্কিত বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে পুনরায় প্রাসঙ্গিক করতে ব্যর্থতা

আধার আইন ১১০ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি 'অর্থ বিল' হওয়ায় এটি নিছক একাডেমিক অনুশীলনে পরিণত হবে।

১২. এমন একটি পরিস্থিতির সঙ্গে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে একটি রায় চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং তার দ্বারা প্রস্তাবিত দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে একটি বৃহত্তর বেঞ্চ দ্বারা অনুমোদিত হয় না। বর্তমান মামলায়, উপরে উল্লিখিত ৭টি পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি রোজ এর ম্যাথিউ মামলার রায়ের আগে ১৩ নভেম্বর ২০১৯-এ দায়ের করা হয়েছিল। পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি সেই তারিখে বিচারাধীন ছিল যখন রোজ এর ম্যাথিউয়ের বৃহত্তর বেঞ্চে একটি প্রসঙ্গ দেওয়া হয়েছিল। এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি পূর্বে ২৫ আগস্ট ২০২০-এ বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের সামনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং নিষ্পত্তি করা হয়নি। অতএব, এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন রয়েছে এবং বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্ত বিচারাধীন রেখে এগুলি খারিজ না করার একটি শক্তিশালী কারণ রয়েছে, বিশেষত উপরে বর্ণিত প্রতিকূল পরিণতির আলোকে।

১৩. **কান্তারু রাজীভারু** (ধর্মের অধিকার, রি-৯ জে-তে) (২) ইন্ডিয়ান ইয়ং আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারতীয় তরুণ আইনজীবী সমিতির মামলায়, এই আদালতের নয় বিচারপতির বেঞ্চকে নির্ধারণ করতে হয়েছিল যে একটি মুলতুবি পুনর্বিবেচনার পিটিশনে বৃহত্তর বেঞ্চে একটি প্রসঙ্গ দেওয়া যেতে পারে কিনা। এটির ইতিবাচক উত্তর দিয়ে আদালত বলেছিল যে প্রশ্নটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর আগে পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি গ্রহণ করার দরকার নেই। এছাড়াও, আদালত উল্লেখ করেছে যে এই জাতীয় প্রশ্নটি আইনের একটি বিশুদ্ধ প্রশ্নও হতে পারে। বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে এইভাবে রায় দিয়েছেনঃ

> ২৯. আদেশ এলভি রুল ৬ স্পষ্ট করে দেয় যে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য এই আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে না। এস নগরায় বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলায় [এস নাগরাজ বনাম কর্ণাটক রাজ্য, ১৯৯৩ সাপোর্ট (৪) এসসিসি ৫৯৫:১৯৯৪ এসসিসি (এল এবং এস) ৩২০], এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে এমনকি যখন কোনও বিধিবদ্ধ বিধান ছিল না এবং সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা কোনও বিধি তৈরি করা হয়নি যা নির্দেশ করে যে এটি তার আদেশগুলি সংশোধন করতে পারে এমন পরিস্থিতিতে নির্দেশ করে, আদালতগুলি প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত এড়াতে এই ধরনের ক্ষমতাকে সরিয়ে দেয়। এটি আরও বলা হয়েছিল যে এই আদালত তার নিজস্ব আদেশ প্রত্যাহার বা পর্যালোচনা করতে বাধা পায় না যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এটি করা প্রয়োজন। উপরের যুক্তিসঙ্গত সম্প্রসারণটি হল আইনের প্রশ্নগুলির উল্লেখ এর আগে যে কোনও বিচারাধীন কার্যধারায় করা যেতে পারে,

---

এই আদালত, তাত্ক্ষণিক পর্যালোচনা কার্যধারা সহ, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

১৪. যদি এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি খারিজ করে দেওয়া হয় এবং রোজার ম্যাথিউ-এর বৃহত্তর বেঞ্চের প্রসঙ্গটি পুট্টস্বামী (আধার- ৫জে)-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের বিশ্লেষণের সাথে একমত না হয়, তবে এর গুরুতর পরিণতি হবে-কেবল বিচার বিভাগীয় শৃঙ্খলার জন্য নয়, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যেও। সুতরাং, পুনর্বিবেচনার আবেদনের বর্তমান ব্যাচটি রোজার ম্যাথিউ-তে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত মুলতুবি রাখা উচিত। সমস্ত নম্রতায়, আমি এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে ধারাবাহিকতার সাংবিধানিক নীতি এবং আইনের শাসনের জন্য পুনর্বিবেচনার আবেদনের সিদ্ধান্তের জন্য বৃহত্তর বেঞ্চের রেফারেন্সের অপেক্ষা করা উচিত।

অঙ্কিত জ্ঞান পিটিশন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly